গাংনীতে ল্যান্ডমাইন আতঙ্কে পার ৩২ ঘণ্টা, চরম আতঙ্কে স্থানীয়রা

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বেতবাড়িয়া গ্রামে ল্যান্ডমাইন সদৃশ বোমা পাওয়ার ঘটনায় ৩২ ঘণ্টা পার হলেও আতঙ্ক কাটেনি স্থানীয়দের।

শনিবার (৮ আগস্ট) মাইনসদৃশ বস্তু পাওয়ার খবরে এলাকায় সাময়িক আতঙ্ক সৃষ্টি হলেও সময় গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে তা আরও বাড়ছে।

খবর পেয়ে জেলা পুলিশের সংশ্লিষ্ট থানার পুলিশ ও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা, র্যাব, বিজিবি এবং গ্রাম পুলিশের সদস্যরা ঘটনাস্থল ঘিরে রেখেছেন। রাতে বিজিবি, পুলিশ ও গ্রাম পুলিশের সদস্যরা সেখানে পাহারায় ছিলেন।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বোমা ডিসপোজাল টিম ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর পর তাদের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে এলাকাটি সাধারণ মানুষের চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে। জননিরাপত্তার স্বার্থে এর আগ পর্যন্ত এলাকাটি কঠোর নিরাপত্তার মধ্যে রাখা হয়েছে।

তবে স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, তাঁরা শনিবার সকাল থেকেই চরম আতঙ্কের মধ্যে রয়েছেন। নির্ঘুম রাত পার করার পাশাপাশি দীর্ঘ ৩২ ঘণ্টার অপেক্ষায় তাঁরা মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছেন। এমনকি বিষয়টির সুরাহা কবে নাগাদ হবে, সেটিও তাঁরা জানেন না।

বেতবাড়িয়া গ্রামের ওষুধ ব্যবসায়ী টুটুল আহমেদ বলেন, ‘শনিবার যখন মাইনসদৃশ বস্তুগুলোর দেখা মেলে, তখন থেকেই এলাকায় আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষ করে ওই বস্তুগুলো এমন একটি জায়গায় রাখা আছে, যার চারপাশেই ঘনবসতি ও বাজার। ফলে এ অঞ্চলের মানুষের মধ্যে চরম আতঙ্ক বিরাজ করছে। আমার ওষুধের দোকানটিও বোমাগুলোর ২০ ফুটের মধ্যে। এ কারণে আমিও দোকানে স্বস্তির সঙ্গে বসতে পারছি না।’

স্থানীয় বাসিন্দা ওমর আলী বলেন, ‘আজ দুদিন হলো বোমা আতঙ্কে আছি। এ যেন সেই স্বাধীনতার সময় ফিরে এসেছে। কখনো বিজিবি, কখনো র্যাব, আবার কখনো পুলিশের আনাগোনা। আমরা চরম আতঙ্কের মধ্যে

রয়েছি।’

কাজিপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আলম হুসাইন বলেন, ‘শনিবার যখন মাইনসদৃশ বস্তুগুলো জনসম্মুখে আসে, তখন থেকেই এ অঞ্চলে চরম আতঙ্ক বিরাজ করছে। আমি ঘটনাস্থলে গিয়েছি। সেখানকার মানুষের সঙ্গে কথা বলে যতটুকু জানতে পেরেছি, তাঁরা খুব আতঙ্কের মধ্যে রয়েছেন। তাঁদের দাবি, এগুলো যত দ্রুত সম্ভব অপসারণ করে জনমনে স্বস্তি ফিরিয়ে আনা হোক। আমিও তাঁদের সঙ্গে সহমত পোষণ করছি।’

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মহাদ্দিস মোরশেদ চৌধুরী জানান, বেতবাড়িয়া গ্রামে মাইনসদৃশ বস্তু পাওয়ার সংবাদ পাওয়ার পর থেকেই জননিরাপত্তার স্বার্থে ওই এলাকায় কর্ডন করে পুলিশ মোতায়েন রাখা হয়েছে। তিনি বলেন, ‘আমার কাছে যতটুকু সংবাদ আছে, বোমা ডিসপোজাল টিম ঘটনাস্থলে এসে সেগুলো উদ্ধার করার পর ওই এলাকা সাধারণ মানুষের চলাচলের জন্য পুরোপুরি উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে।’

গাংনী সীমান্তে ৭ জনকে পুশইনের চেষ্টা; বাধা বিজিবি ও স্থানীয়দের

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সহড়াতলা সীমান্ত এলাকা দিয়ে ৭ জনকে বাংলাদেশে পুশইনের চেষ্টা চালিয়েছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)।

তবে বাংলাদেশ সীমান্তরক্ষী বাহিনী বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) এর কঠোর অবস্থান এবং স্থানীয়দের বাধার মুখে পুশইনের সেই চেষ্টা এখন পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার (২৫ জুন) ভোরে বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তের শূন্যরেখার ১৪২/৫-এস সাব-পিলারের কাছে শূন্যরেখার ওপারে সাতজনকে দেখতে পান স্থানীয়রা। এ সময় তাদের বাংলাদেশে প্রবেশ করানোর

চেষ্টা করা হলে বিজিবি কঠোর অবস্থান গ্রহণ করে। ফলে পুশইনের চেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং ওই ব্যক্তিরা বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকা থেকে সরে যায়।

স্থানীয়দের দাবি, পুশইনের চেষ্টা করা সাতজনের মধ্যে একজন নারী ও ছয়জন পুরুষ রয়েছেন। তবে তাদের পরিচয়, জাতীয়তা কিংবা কী কারণে তাদের সীমান্তে আনা হয়েছিল, সে বিষয়ে এখনো কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি।

স্থানীয় বাসিন্দা রোকনুজ্জামান বলেন, “গতকাল মধ্যরাতে কোনো একসময় ওই সাতজনকে ভারতের কাঁটাতার পার করে দেওয়া হয়। তখন তারা সীমান্ত এলাকায় ঘোরাঘুরি করতে থাকলে আমরা তাদের দেখতে পেয়ে বিষয়টি বিজিবিকে জানাই এবং তাদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ভারত থেকে বাংলাদেশে প্রবেশে বাধা প্রদান করি।”

পুশইনের আশঙ্কায় সীমান্ত এলাকায় বর্তমানে বিজিবি সীমান্তে জনবল বাড়ানোর পাশাপাশি নজরদারিও অনেক বাড়িয়েছে।

বিজিবি-৬ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মো. নাজমুল হাসান জানান, “আজ বৃহস্পতিবার (২৫ জুন) ভোরে বিএসএফ সাতজনকে বাংলাদেশে পুশইনের চেষ্টা করেছিল। কিন্তু বিজিবির কঠোর অবস্থানের কারণে তারা বাংলাদেশে প্রবেশ করতে পারেনি।”

তিনি আরও বলেন, “সীমান্তে বিজিবি সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থানে রয়েছে। স্থানীয় জনগণের সহযোগিতায় নজরদারি জোরদার করা হয়েছে। পুশইন প্রতিরোধে বিজিবি বদ্ধপরিকর।”

সীমান্তে পুশইনের অভিযোগ নিয়ে স্থানীয়দের মধ্যে উদ্বেগ দেখা দিলেও বিজিবির কঠোর অবস্থানের কারণে পরিস্থিতি বর্তমানে স্বাভাবিক রয়েছে। সীমান্ত এলাকায় অতিরিক্ত সতর্কতা অব্যাহত রয়েছে।

দুটি আসনের অতিগুরত্বপূর্ণ ২৭টি সেন্টার, নির্বাচন সুষ্ঠ হওয়ার প্রত্যাশা

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট সুষ্ঠ ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে জেলা প্রশাসন।

গতকাল বুধবার সকাল ১১টার দিকে জেলা প্রশাসন কার্যালয় প্রাঙ্গণে সাংবাদিক ও পর্যবেক্ষকের সঙ্গে মতবিনিময় কালে জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং কর্মকর্তা ড. সৈয়দ এনামুল কবীর এ কথা বলেন।

তিনি বলেন, মেহেরপুরের দুটি আসনে ২১৩টি কেন্দ্র ও ২টি পোস্টাল ভোট কেন্দ্রসহ ২১৫টি ভোট কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ করা হবে। প্রার্থী ও সকলের সহযোগীতায় এ জেলায় সুষ্ঠভাবে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। এখন পর্যন্ত ভোটের আগে যেধরণের অপরাধ ও আশঙ্কা থাকে সেগুলো কিছুই দেখা যায়নি। তাই আমরা মনে করি সুষ্ঠ ও সুন্দরভাবে আমরা ভোটগ্রহণ সম্পন্ন করতে পারবো।

সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং অফিসার ড. সৈয়দ এনামুল কবির। এ সময় উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায়, সেনাবাহিনী লে. কর্ণেল হাসান মাহমুদ সৌরভ, জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা মো. এনামুল হক।

সভাপতির বক্তব্যে রিটার্নিং অফিসার ড. সৈয়দ এনামুল কবির বলেন, আসন্ন নির্বাচন সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষভাবে সম্পন্ন করতে ব্যাপক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। মেহেরপুর জেলায় নির্বাচনী নিরাপত্তায় বিজিবির ৯টি প্লাটুন, র্যাবের ৪টি প্লাটুন, ২৫০ জন সেনাসদস্য মোতায়েন থাকবে। এছাড়া ২৫টি মোবাইল টিম, ১০টি স্ট্রাইকিং ফোর্স ও হেল্পলাইন ৯৯৯ সার্বক্ষণিক সক্রিয় থাকবে।

তিনি আরও বলেন, প্রতিটি ভোটকেন্দ্রে পর্যাপ্ত সংখ্যক পুলিশ সদস্য নিয়োজিত থাকবে এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী যেকোনো অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি মোকাবেলায় সর্বদা প্রস্তুত থাকবে।

পুলিশ সুপার উজ্জল কুমার রায় বলেন, আমরা অতিগুরত্বপূর্ণ (ঝুকিপূর্ণ) হিসেবে দুটি আসনে ২৭টি সেন্টারকে চিহিৃত করেছি। এই

২৭টি সেন্টারে বডি অন ক্যামেরাসহ পুলিশ কর্মকর্তা থাকবে। এছাড়া সকল সেন্টারে যাতে সুষ্ঠভাবে ভোটগ্রহণ সম্পন্ন হয় সেভাবে আমরা সজাগ আছি।

এদিকে, সকাল থেকে বিভিন্ন সেন্টারে ব্যালটবাক্স, অমোচনী কালীসহ নির্বাচনী সরঞ্জাম সরবরাহ শুরু করেছে উপজেলা প্রশাসন।

দামুড়হুদায় স্থানীয়ভাবে উদ্ভাবিত লাগসই প্রযুক্তির প্রয়োগ প্রদর্শনী সমাপনী

দামুড়হুদায় উপজেলা পর্যায়ে স্থানীয়ভাবে উদ্ভাবিত লাগসই প্রযুক্তির প্রয়োগ ও প্রদর্শনী সমাপনী এবং পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার বিকেল সাড়ে ৪টার সময় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে এবং উপজেলা প্রশাসন ও বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (বিসিএসআইআর) এর বাস্তবায়নে উপজেলা পরিষদের সভাকক্ষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়।

দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ভারপ্রাপ্ত) ও উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) কে এইচ তাসফিকুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন চুয়াডাঙ্গার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) বি. এম. তারিক-উজ-জামান।

এসময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা কৃষি অফিসার শারমিন আক্তার, সমাজসেবা অফিসার তোফাজ্জল হক, আইসিটি অফিসার আরিফুল ইসলাম, সমবায় অফিসার হারুন অর রশীদসহ বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা।

এবারের প্রদর্শনীতে ১৪টি স্টল ও একটি ফ্রি মেডিক্যাল ক্যাম্প অংশ নেয়। প্রদর্শনীতে প্রথম স্থান অধিকার করে দর্শনা সরকারি কলেজ।

আজ ৫ আগষ্ট চুয়াডাঙ্গা স্থানীয় শহীদ দিবস

আজ চুয়াডাঙ্গা জেলায় স্থানীয় শহীদ দিবস। দিনটি উযাপন উপলক্ষে দামুড়হুদা উপজেলা প্রশাসন নানা কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। এসব কর্মসূচির মধ্যে আজ সকাল ৮টায় পাকবাহিনীর হাতে নিহত ৮জন মুক্তিযোদ্ধার সৃস্মিস্তম্ভে পুস্পমাল্য অর্পন, জাতীয় ও মুক্তিযোদ্ধা পতাকা উত্তোলন ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করেছেন।

১৯৭১ সালের ৫ আগষ্ট চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুর জেলার মধ্যবর্তী স্থান রতনপুর ও বাগোয়ান গ্রামের মাঝামাঝি মাঠে পাক-হানাদার বাহিনীর সাথে সমর সম্মুখ যুদ্ধে ১৫ জন মুক্তিযোদ্ধা অংশ নেন। এ যুদ্ধে ৭জন প্রাণে বেঁচে যায় ৮জন বীর মুক্তিযোদ্ধা নিহত হয়।

পাক হানাদার বাহীনির সাথে সমর সম্মুখ এ যুদ্ধে পাক-বাহিনীর ব্রাস ফায়ার ৮জন নিহত হয়। নিহতরা হলেন,শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধা হাসান জামান, আবুল কাশেম, রবিউল ইসলাম, কিয়ামুদ্দিন, আফাজ উদ্দিন, আলাউল ইসলাম খোকন, রওশন আলম, খালেদ সাইফুদ্দিন ও আহম্মেদ তারেক।

যুদ্ধে নিহত ৮জনের লাশ দামুড়হুদা উপজেলার জগন্নাথপুর গ্রামে কিতাব হালদারের জমিতে চাপা মাটি দেয় পাক-হানাদার বাহিনী। এরপর ১৯৯৮ সালে ৮কবর স্মৃতিস্তম্ভ নিমার্ন করা হয়। এরা পর থেকে আট কবর নামে এ স্থানটি পরিচিতি লাভ করে। আটকবর স্মৃতিস্তম্ভে প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও জাতীয় পতাকা,মুক্তিযোদ্ধা পতাকা ও কালো পতাকা উত্তোলন করা হবে বলেন জানান দামুড়হুদা উপজেলা নিবার্হী অফিসার তীথি মিত্র।

উল্লেখ্য ১৯৭১ সালের ৫ আগস্ট বাগোয়ান গ্রামের রাজাকার কুবাদ আলী ও তার সহযোগিরা ভারতের ভাতগাছী ও ব্রম্মনগর সীমান্তে অবস্থানকারী মুক্তিযোদ্ধাদের মিথ্যা সংবাদে দেয় পাকবাহীনি রতনপুর ও বাগোয়ান মাঠের ধান কেটে নিয়ে যাচ্ছে রাজাকাররা।
এ খবর পেয়ে ১৫জন মুক্তিযোদ্ধা তাদের অস্ত্র ও গোলা বারুদ নিয়ে বিকাল ৩টার দিকে রওনা ৪টার দিকে বাগোয়ান ও রতনপুর মাঠে পৌঁছায়। এদিকে আগে থেকে রাজাকার কুবাদ আলী ও তার সহযোগীদের প্লান

অনুযায়ী নাটুদহ ক্যাম্পের পাক হানাদান বাহিনী ইংরাজী ইউ (ট) আকৃতিতে আবস্থান বা ওৎ পেতে ছিলো।

এ সময় ১৫জন মুক্তিযোদ্ধা রতনপুর ও বাগোয়ান মাঠে পৌছালে। মুক্তিযোদ্ধারা কিছু বুঝে ঊঠার আগে ওৎ পেতে থাকা পাকবাহিনী তিন দিক থেকে বৃষ্টিরমত গুলি বর্ষণ শুরু করে। মুক্তিবাহিনীও পাল্টা গুলি বর্ষণ করে। উভয় পক্ষের মধ্যে ব্যাপক গুলাগুলির এক পযার্য় মুক্তি বাহিনীর গুলা বারুদ শেষ হয়ে যায়।

এর মধ্যে ৭জন মুক্তিযোদ্ধা পিছু হটে প্রাণে বেঁচে গেলেও বাকি ৮জন মুক্তিযোদ্ধা ঘটনাস্থলে নিহত হয়। যরে যুদ্ধ শেষে পাক-বাহিনী ৮জন মুক্তিযোদ্ধার লাশ গুরুর গাড়িতে করে নিয়ে নাটুদহের জগন্নাথপুর গ্রামের নিকট মাঠে একটি গর্ত করে মাটি চাপা দিয়ে দেয়। স্থানীয় লোকজন নিহত মুক্তিযোদ্ধাদের যানাজা করতে চাইলে পাক-হানসাদার বাহিনী তাদের যানাজা করতে দেয়নি। গণকবর দেওয়া সেই ৮জন মুক্তিযোদ্ধার কবরটি ৮ কবর নাম পরিচিতি পায়।

১৯৯৮ সালে ৬৬ শতক জমির উপর তৎকালিন এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী কামরুল ইসলাম সিদ্দিক একাট স্মৃতিস্তম্ভ নিমার্ন করে দেন। এবং বর্তমান সরকারের চুয়াডাঙ্গা-০১ আসনের সংসদ সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা সোলাইমান হক জোয়াদ্দার নিহত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের একটি যাদু ঘর নিমার্ন করে দিয়েছেন।

এ আট কবরটি ৩৩ শতক জমির উপর বিভিন্ন প্রজাতির ১১২টি গাছের ছায়া দিয়ে ঘিরে আছে আট কবর সৃস্মি স্তম্ভটি।

দামুড়হুদার হাউলী ইউনিয়নে জাতীয় স্থানীয় সরকার দিবস পালিত

দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নে জাতীয় স্থানীয় সরকার দিবস ২০২৫ যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়েছে। দিবসটি উপলক্ষে ইউনিয়ন পরিষদের

আয়োজনে নানা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।

এর মধ্যে সকালে ইউনিয়ন পরিষদ চত্বরে জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও বর্ণাঢ্য র্যালির মাধ্যমে দিনের কার্যক্রম শুরু হয়। র্যালিটি ইউনিয়নের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে।

পরে ইউনিয়ন পরিষদ মিলনায়তনে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সভায় স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার গুরুত্ব, জনসেবায় ইউনিয়ন পরিষদের ভূমিকা এবং উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

অনুষ্ঠানে হাউলী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান (ভারপ্রাপ্ত) নিজাম উদ্দিন এর সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় তিনি স্থানীয় সরকারের উন্নয়ন কার্যক্রম তুলে ধরে বক্তব্য দেন।

এছাড়া, ইউপি সদস্য, বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি ও সাধারণ জনগণও অনুষ্ঠানে অংশ নেন।

সময় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপির সহসভাপতি সলেমান মল্লিক, হাউলী ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি ইউসুফ আলী, সাধারণ সম্পাদক নাফিজ আক্তার সিদ্দিকী, হাউলী ইউনিয়ন পরিষদের প্রশাসনিক কর্মকর্তা মনিরুজ্জামান, ইউপি সদস্য জাহাঙ্গীর আলম টিক্কা, রিকাত আলী সহ ইউনিয়নের সকল ইউপি সদস্য বৃন্দ।

সভা শেষে ইউনিয়ন পরিষদের সেবাগুলো সহজে জনগণের কাছে পৌঁছে দিতে জন্মনিবন্ধন, নাগরিক সনদ ও অন্যান্য সেবা প্রদান করা হয়। এই আয়োজনের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার প্রতি জনগণের আস্থা ও সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে বলে আয়োজকরা মনে করেন।

মেহেরপুরে হার পাওয়ার প্রকল্পের স্থানীয় পর্যায়

[redacted]

[redacted] [redacted] [redacted] [